







প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা  
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর  
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: জয়পুরহাট

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: ০৪ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রম	প্রস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে ছোট টিবি		পাঁচবিবি	২৫.১৯৩৮৭° উ: ৮৯.০৭১২° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সূত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং- ১১৯, ক্রমিক নং ১৫৫)	তুলসী গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে যে অসংখ্য প্রাচীন ইমারত ছিল, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে অবস্থিত বেশ কয়েকটি প্রাচীন টিবি ও প্রায় ০২ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে স্থানে স্থানে ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশের অস্তিত্ব দেখে। নদী তীর থেকে অল্প দূরে অবস্থিত টিবিগুলো জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। একটি টিবির উপর পড়ে আছে ৪ মিটার দীর্ঘ ধূসর বর্ণের এক খন্ড গ্রানাইট পাথর। কোনো ইমারতের 'লিটেল' বলে অনুমিত এ প্রস্তর খন্ডে যে উৎকৃষ্ট কারুশিল্পের নিদর্শন আছে। অন্যান্য টিবির উপরেও বড় বড় প্রস্তরখন্ড দেখা যায়।
২.	নওপুকুরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ		পাঁচবিবি	২৫.১৯৮৯৫° উ: ৮৯.০৬৩৬২° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সূত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং- ১১৯, ক্রমিক নং ১৫৬)	একই স্থানে ৯টি বিরাট জলাশয় আছে বলে এ স্থানের নাম নওপুকুরিয়া। জলাশয়গুলো অত্যন্ত প্রাচীন এবং আকারে এত বৃহৎ যে, এগুলোকে পুকুর না বলে দিঘি বলাই অধিক সঙ্গত। দিঘিগুলোতে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। দিঘিগুলোর পাড়ে ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইট ও পাথরের তৈরি অসংখ্য ইমারতের ভিত্তি চোখে পড়ে। আর চোখে পড়ে ইট ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ। একটি সুবৃহৎ ইমারতের ধ্বংসাবশেষকে ধনভান্ডার বলে চিহ্নিত করা হয়। এখান থেকে কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।
৩.	উছাই গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ (মহীপাল)		পাঁচবিবি পাথরঘাটা	২৫.১৯৮৭৪° উ: ৮৯.০৬০৭৮° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সূত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং- ১১৯, ক্রমিক নং ১৫৭)	উছাই গ্রামে বিস্তৃত এলাকা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব দেখা যায়। মহীপুর নাম এবং এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন থেকে এ স্থানটি পাল নৃপতি প্রথম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ খ্রি:) সাথে সম্পর্কিত বলে অনেকের ধারণা। এখানে ব্যবহৃত পাথরখন্ডগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই গ্রানাইট পাথর। মহীপালের নামের সাথে জড়িত দু'টি দিঘির মধ্যবর্তী ধ্বংসস্তূপ নামে পরিচিত এ টিবিটির উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। সমগ্র টিবির উপরে বর্তমানে ইট, পাথর, ইটের টুকরো ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।
৪.	কাশিয়া বাড়ি টিবি (কাশিয়া বাড়ি ধাপ)		পাঁচবিবি পাথরঘাটা	২৫.২০০৫২° উ: ৮৯.০৭৮০৭° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সূত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং- ১১৯, ক্রমিক নং ১৫৮)	কাশিয়া বাড়ি ধাপ তুলসী গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত এ টিবির ব্যাস প্রায় ৭০ মিটার ও উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। বর্তমানে টিকে থাকা এ টিবির উপরে প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া ইট নির্মিত প্রশস্ত প্রাচীরের চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখা যায়। টিবির উপরে আছে কয়েকটি বট ও অশ্বথ গাছ। এখানে বিভিন্ন ধরনের পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হতে জানা যায়।